বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ইউজিসি ভবন, প্লট# ই-১৮/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
www.ugc.gov.bd

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয়মঞ্জুরীকমিশন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি (UGC Overseas Masters/M.Phil/PhD Scholarship for University Teachers) নীতিমালা ২০২৫

১৮০৬ ১৮৭
(--/--/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ---তম পূর্ণ কমিশন সভায় অনুমোদিত)

১. শিরোনাম : এই নীতিমালা "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/ পিএইচডি বৃত্তি (UGC Overseas Masters/M.Phil/PhD Scholarship for University Teachers) নীতিমালা ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

২. ভূমিকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০" এর একশন প্ল্যান-৩১ এর অধীনে 'Supporting PhD and New Reaseachers', Sustainable Development Goals' এবং 4th Industrial Revulation and Beyond এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্বমানের শিক্ষাবিদ ও গবেষক তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি নীতিমালা ২০২৫" প্রবর্তন করা হলো।

৩. সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে, এই নীতিমালায়-

(ক) 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' বা 'কমিশন' বা 'ইউজিসি' অর্থ University Grants Commission Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

(খ) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত/অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ;

(গ) 'পূর্ণ কমিশন' অর্থ University Grants Commission Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও খন্ডকালীন সদস্য দ্বারা গঠিত কমিশন;

(ঘ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঙ) 'সদস্য' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য;

(চ) "সচিব' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিব;

(ছ) 'পরিচালক' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালক;

(জ) 'গবেষক' অর্থ এই নীতিমালার আওতায় স্কলারশিপ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক;

(ঝ) 'বৃত্তি' বা 'স্কলারশিপ' অর্থ এ নীতিমালার আওতায় প্রাপ্ত স্কলারশিপ;

(ঞ) 'বাছাই কমিটি' অর্থ এ নীতিমালার আওতায় আবেদনপত্র বাছাই সংক্রান্ত গঠিত কমিটি;

(ট) 'নীতিমালা' অর্থ "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি নীতিমালা ২০২৫"।

৪. উদ্দেশ্যাবলি : ৪.১ বিশেষায়িত জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রস্তুতকরণ;

৪.২ দেশের উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে বিধায় উচ্চশিক্ষার আধুনিকায়ন, বিষয়ে বৈচিত্র আনয়ন, নবতর জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন এবং সমসাময়িক বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারের সাথে সম্পৃক্তকরণ;

৪.৩ বাংলাদেশের সমসাময়িক প্রয়োজন/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এবং সমস্যাসমূহের মধ্য থেকে প্রার্থীর নিজস্ব বিষয়/সাবজেক্ট অনুযায়ী গবেষণা করা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক দেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবদান তথা জাতীয় স্বার্থে উচ্চতর গবেষণা, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন;

৪.৪ এতদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে উক্ত স্কলারশিপ প্রদান।

৫. মেয়াদ ও সময়কাল : ৫.১ এই বৃত্তির মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, এম.ফিল প্রোগ্রামের জন্য মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর। তবে প্রাথমিকভাবে ১ (এক) বছরের জন্য অর্থ ছাড় করা হবে। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রগতির সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বৃত্তি নবায়ন করা হবে;

৫.২ যুক্তিসংগত কারণে স্কলারশীপ মেয়াদের মধ্যে ডিগ্রি অর্জিত না হলে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে এবং কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে পিএইচডি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে বর্ধিত মেয়াদের জন্য কোনো স্কলারশিপ প্রাপ্য হবেন না এবং ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রকান্ত হওয়ার

পর কোনোক্রমেই শিক্ষা ছুটি বৃদ্ধি করা যাবে না।

৬. দরখাস্ত আহ্বান : ৬.১ প্রতিবছর এক/দুইবার দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। একইসাথে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণসহ কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে;

৬.২ কমিশনের সাথে যে সকল বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদিত হয়েছে/হবে তাঁর হালনাগাদ তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হবে;

৬.৩ এই নীতিমালার আলোকে কমিশন বিশেষ Criteria এর ভিত্তিতে একটি স্ট্যান্ডার্ড আবেদন ফর্ম প্রস্তুত করবে যা প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে পূরণ সাপেক্ষে জমা দিতে হবে।

৭. যোগ্যতা : ৭.১ প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও দেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে। দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বা বিদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত কিংবা বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি নিজে অথবা স্পাউস/পিতা-মাতাঁর মাধ্যমে আবেদন করেছেন এমন কোনো প্রার্থী এ স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭.২ প্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি স্থায়ী হতে হবে;

৭.৩ দেশে/বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করা কোনো শিক্ষক এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না;

৭.৪ দেশ বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে বর্ণিত প্রোগ্রামের জন্য পূর্ণকালীন স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষক এ স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭.৫ স্বনামধন্য র‍্যাংকিং সংস্থা কিউএস, টাইমস, উরি, সাংহাই বা গার্ডিয়ান এর র‍্যাংকিং তালিকায় বিশ্বে প্রথম ২০০ (দুইশত) এর মধ্যে রয়েছে অথবা ১০০ (একশত) বছরের অধিক পুরানো এমন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি অধ্যয়নের সুযোগপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হবেন। তবে উক্ত ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যার সাথে কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদিত হয়েছে/হবে এমন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রাথমিকভাবে ভর্তি হওয়া প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

৭.৬ প্রার্থীকে অবশ্যই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর নিঃশর্ত পূর্ণকালীন এডমিশন অফার (Unconditional admission offer for full time Masters/M.Phil./PhD study) নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত অফার লেটার আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একাধিক অফার লেটারসহ আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না;

৭.৭ যে সকল আবেদনকারী নিজ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে টিউশন ফি/সেমিস্টার ফি (প্রযোজ্য অনুসারে) মওকুফ/হ্রাসের অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা লাভে সমর্থ হবেন, বৃত্তি প্রদানের সময় সে সকল প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.৮ প্রার্থী বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয়াবলি বা বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিয়ে কাজ করলে এবং গবেষণার ক্ষেত্র বাংলাদেশ হলে তাঁকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৮. স্কলারশিপ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি : ৮.১ সর্বসাকল্যে ক, খ, গ তিনটি শ্রেণিভিত্তিক স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

৮.১.১ ক শ্রেণি: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, সিঙ্গাপুর;
খ শ্রেণি: রাশিয়া, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া;
গ শ্রেণি: ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তুরস্ক।

৮.১.২ ক শ্রেণির দেশসমূহের জন্য মাসিক ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা;
খ শ্রেণির দেশসমূহের জন্য মাসিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা; এবং
গ শ্রেণির দেশসমূহের জন্য মাসিক ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা হারে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে;

উপরোক্ত দেশসমূহ ছাড়া অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু স্কলারশিপের মাসিক হার গ শ্রেণির অধিক হবে না;

৮.২ বিমান ভাড়া: গবেষককে সরাসরি রুটে একবার যাওয়া ও আসার প্রকৃত বিমান ভাড়া (Economy class) প্রদান করা হবে।

৯. অর্থ ছাড়করণ : ৯.১ প্রাপ্ত স্কলারশীপের ১ম বছরের অর্থ এককালীন এবং পরবর্তীতে অধ্যয়ন কার্যক্রমের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছয় মাস অন্তর অন্তর প্রদান করা হবে।

৯.২ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিঃশর্ত অফার লেটার ও ভর্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যদি থাকে)-সহ বৈধ ভিসার

রঙিন অনুলিপি দাখিল সাপেক্ষে গবেষকের অনুকূলে স্কলারশিপের ১ম কিস্তি অর্থাৎ বিমান ভাড়া (যাওয়া) (Economy class) ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বাবদ অর্থ EFT/SWIFT-এর মাধ্যমে ছাড় করা হবে;

৯.৩ ২য় কিস্তি ও পরবর্তী প্রতি কিস্তির অর্থ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত প্রতি ৬ (ছয়) মাসের গবেষণা/অধ্যয়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গবেষকের গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে SWIFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে;

৯.৪ উক্ত ব্যাংক হিসাবের তথ্য গবেষোণারত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৯.৫ প্রার্থীকে অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।

১০. সাধারণ শর্তাবলি :

১০.১ প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে (www.mygov.bd) অনলাইনে আবেদন করতে হবে;

১০.২ নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০.৩ আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্রের রঙিন স্ক্যানড পিডিএফ ফাইল আপলোড করতে হবে:

১০.৩.১ সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও নম্বরফর্দ/ট্রান্সক্রিপ্ট-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.২ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত পূর্ণকালীন এডমিশন অফার লেটার (Unconditional admission offer for full time Masters/M.Phil./PhD)-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.৩ "আবেদনকারী একজন পূর্ণকালীন (Full-time) শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র এবং তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি। প্রত্যয়নপত্রে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে;

১০.৩.৪ প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট এর স্ক্যান্ড কপি।

১০.৪ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে প্রোগ্রামের জন্য কোনো আংশিক স্কলারশিপ/অনুদানপ্রাপ্ত হলে তা আবেদন পত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে;

১০.৫ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে বর্ণিত প্রোগ্রামের জন্য কোনো পূর্ণকালীন স্কলারশিপ প্রাপ্ত হননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৬ আবেদনকারীকে দেশে কর্মরত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

১০.৭ গবেষক অধ্যয়ন/গবেষণার জন্য যতদিন বিদেশে অবস্থান করবেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন সময় কর্মরত থাকতে হবে এবং এ মর্মে আবেদনপত্রের সাথে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৮ প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বা বিদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এবং তিনি বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজে কিংবা স্পাউস/পিতা-মাতা তাঁর মাধ্যমে কোনো আবেদন করেননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৯ সরকার, কমিশন বা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার স্বার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রবন্ধ উপস্থাপন/পাবলিক লেকচার প্রদান করবেন;

১০.১০ স্কলারশিপের মেয়াদকালে গবেষক কোনো দেশি/বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী পূর্ণকালীন চাকুরি করতে পারবেন না।

১১. অন্যান্য শর্তাবলি :

১১.১ গবেষক, তাঁর কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কমিশনের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র (Deed) স্বাক্ষরিত হতে হবে। উক্ত চুক্তিপত্রে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে 'এ নীতিমালার অধীনে কোনো কারণে গবেষকের স্কলারশিপ বাতিল হলে বা গবেষক স্কলারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে অধ্যয়ন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে অথবা পরিত্যাগ করলে কমিশন কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ স্কলারশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ গবেষকের নিজ দায়িত্বে কমিশনে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন' মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে;

১১.২ গবেষক অধ্যয়ন সমাপনান্তে গবেষণা অভিসন্দর্ভ (Soft & Hard copy) এবং সনদপত্রের অরিজিনাল রঙিন কপি (Soft & Hard copy) কমিশনে দাখিল করবেন;

১১.৩ উপযুক্ত গ্যারান্টর হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত গবেষকের কর্মক্ষেত্রের ০১ (এক) জন উপযুক্ত সহকর্মী (সমমান বা তদূর্ধ পদমর্যাদার) ও ১ (এক) জন জন আপনজন অর্থাৎ স্বামী/স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন অথবা নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ চাচা-চাচী, মামা-মামী, চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো ভাই-বোন কর্তৃক সরকার নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে দুটি পৃথক বন্ড প্রদান করতে হবে যে, গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত

রঙিন অনুলিপি দাখিল সাপেক্ষে গবেষকের অনুকূলে স্কলারশিপের ১ম কিস্তি অর্থাৎ বিমান ভাড়া (যাওয়া) (Economy class) ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বাবদ অর্থ EFT/SWIFT-এর মাধ্যমে ছাড় করা হবে;

৯.৩ ২য় কিস্তি ও পরবর্তী প্রতি কিস্তির অর্থ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত প্রতি ৬ (ছয়) মাসের গবেষণা/অধ্যয়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গবেষকের গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে SWIFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে;

৯.৪ উক্ত ব্যাংক হিসাবের তথ্য গবেষোণারত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৯.৫ প্রার্থীকে অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।

১০. সাধারণ শর্তাবলি :

১০.১ প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে (www.mygov.bd) অনলাইনে আবেদন করতে হবে;

১০.২ নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০.৩ আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্রের রঙিন স্ক্যানড পিডিএফ ফাইল আপলোড করতে হবে:

১০.৩.১ সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও নম্বরফর্দ/ট্রান্সক্রিপ্ট-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.২ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত পূর্ণকালীন এডমিশন অফার লেটার (Unconditional admission offer for full time Masters/M.Phil./PhD)-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.৩ "আবেদনকারী একজন পূর্ণকালীন (Full-time) শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র এবং তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি। প্রত্যয়নপত্রে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে;

১০.৩.৪ প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট এর স্ক্যান্ড কপি।

১০.৪ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে প্রোগ্রামের জন্য কোনো আংশিক স্কলারশিপ/অনুদানপ্রাপ্ত হলে তা আবেদন পত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে;

১০.৫ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে বর্ণিত প্রোগ্রামের জন্য কোনো পূর্ণকালীন স্কলারশিপ প্রাপ্ত হননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৬ আবেদনকারীকে দেশে কর্মরত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

১০.৭ গবেষক অধ্যয়ন/গবেষণার জন্য যতদিন বিদেশে অবস্থান করবেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন সময় কর্মরত থাকতে হবে এবং এ মর্মে আবেদনপত্রের সাথে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৮ প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বা বিদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এবং তিনি বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজে কিংবা স্পাউস/পিতা-মাতা তাঁর মাধ্যমে কোনো আবেদন করেননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৯ সরকার, কমিশন বা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার স্বার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রবন্ধ উপস্থাপন/পাবলিক লেকচার প্রদান করবেন;

১০.১০ স্কলারশিপের মেয়াদকালে গবেষক কোনো দেশি/বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী পূর্ণকালীন চাকুরি করতে পারবেন না।

১১. অন্যান্য শর্তাবলি :

১১.১ গবেষক, তাঁর কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কমিশনের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র (Deed) স্বাক্ষরিত হতে হবে। উক্ত চুক্তিপত্রে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে 'এ নীতিমালার অধীনে কোনো কারণে গবেষকের স্কলারশিপ বাতিল হলে বা গবেষক স্কলারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে অধ্যয়ন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে অথবা পরিত্যাগ করলে কমিশন কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ স্কলারশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ গবেষকের নিজ দায়িত্বে কমিশনে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন' মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে;

১১.২ গবেষক অধ্যয়ন সমাপনান্তে গবেষণা অভিসন্দর্ভ (Soft & Hard copy) এবং সনদপত্রের অরিজিনাল রঙিন কপি (Soft & Hard copy) কমিশনে দাখিল করবেন;

১১.৩ উপযুক্ত গ্যারান্টর হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত গবেষকের কর্মক্ষেত্রের ০১ (এক) জন উপযুক্ত সহকর্মী (সমমান বা তদুর্ধ পদমর্যাদার) ও ১ (এক) জন জন আপনজন অর্থাৎ স্বামী/স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন অথবা নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ চাচা-চাচী, মামা-মামী, চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো ভাই-বোন কর্তৃক সরকার নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে দুটি পৃথক বন্ড প্রদান করতে হবে যে, গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত

রঙিন অনুলিপি দাখিল সাপেক্ষে গবেষকের অনুকূলে স্কলারশিপের ১ম কিস্তি অর্থাৎ বিমান ভাড়া (যাওয়া) (Economy class) ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বাবদ অর্থ EFT/SWIFT-এর মাধ্যমে ছাড় করা হবে;

৯.৩ ২য় কিস্তি ও পরবর্তী প্রতি কিস্তির অর্থ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত প্রতি ৬ (ছয়) মাসের গবেষণা/অধ্যয়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গবেষকের গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে SWIFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে;

৯.৪ উক্ত ব্যাংক হিসাবের তথ্য গবেষোণারত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৯.৫ প্রার্থীকে অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।

১০. সাধারণ শর্তাবলি : ১০.১ প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে (www.mygov.bd) অনলাইনে আবেদন করতে হবে;

১০.২ নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০.৩ আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্রের রঙিন স্ক্যানড পিডিএফ ফাইল আপলোড করতে হবে:

১০.৩.১ সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও নম্বরফর্দ/ট্রান্সক্রিপ্ট-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.২ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত পূর্ণকালীন এডমিশন অফার লেটার (Unconditional admission offer for full time Masters/M.Phil./PhD)-এর অরিজিনাল স্ক্যানড কপি;

১০.৩.৩ "আবেদনকারী একজন পূর্ণকালীন (Full-time) শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র এবং তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি। প্রত্যয়নপত্রে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে;

১০.৩.৪ প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট এর স্ক্যান্ড কপি।

১০.৪ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে প্রোগ্রামের জন্য কোনো আংশিক স্কলারশিপ/অনুদানপ্রাপ্ত হলে তা আবেদন পত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে;

১০.৫ প্রার্থী দেশের বা বিদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে বর্ণিত প্রোগ্রামের জন্য কোনো পূর্ণকালীন স্কলারশিপ প্রাপ্ত হননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৬ আবেদনকারীকে দেশে কর্মরত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

১০.৭ গবেষক অধ্যয়ন/গবেষণার জন্য যতদিন বিদেশে অবস্থান করবেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন সময় কর্মরত থাকতে হবে এবং এ মর্মে আবেদনপত্রের সাথে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৮ প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বা বিদেশে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এবং তিনি বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজে কিংবা স্পাউস/পিতা-মাতা তাঁর মাধ্যমে কোনো আবেদন করেননি মর্মে আবেদনপত্রে একটি অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে;

১০.৯ সরকার, কমিশন বা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার স্বার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রবন্ধ উপস্থাপন/পাবলিক লেকচার প্রদান করবেন;

১০.১০ স্কলারশিপের মেয়াদকালে গবেষক কোনো দেশি/বিদেশি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী পূর্ণকালীন চাকুরি করতে পারবেন না।

১১. অন্যান্য শর্তাবলি : ১১.১ গবেষক, তাঁর কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কমিশনের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র (Deed) স্বাক্ষরিত হতে হবে। উক্ত চুক্তিপত্রে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে 'এ নীতিমালার অধীনে কোনো কারণে গবেষকের স্কলারশিপ বাতিল হলে বা গবেষক স্কলারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে অধ্যয়ন সম্পন্ন না করলে অথবা পরিত্যাগ করলে কিংবা কমিশন কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ স্কলারশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ গবেষকের নিজ দায়িত্বে কমিশনে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন' মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে;

১১.২ গবেষক অধ্যয়ন সমাপনান্তে গবেষণা অভিসন্দর্ভ (Soft & Hard copy) এবং সনদপত্রের অরিজিনাল রঙিন কপি (Soft & Hard copy) কমিশনে দাখিল করবেন;

১১.৩ উপযুক্ত গ্যারান্টর হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত গবেষকের কর্মক্ষেত্রের ০১ (এক) জন উপযুক্ত সহকর্মী (সমমান বা তদুর্ধ পদমর্যাদার) ও ১ (এক) জন জন আপনজন অর্থাৎ স্বামী/স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন অথবা নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ চাচা-চাচী, মামা-মামী, চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো ভাই-বোন কর্তৃক সরকার নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে দুটি পৃথক বন্ড প্রদান করতে হবে যে, গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত

সকল কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত গবেষক অধ্যয়ন/গবেষণা সম্পন্ন না করলে অথবা অধ্যয়ন/গবেষণা পরিত্যাগ করলে অথবা স্কলারশিপ বাতিল হলে কিংবা অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে গবেষক কর্তৃক আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ স্কলারশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ কমিশনের নির্ধারিত একাউন্টে ফেরত প্রদানে গ্যারান্টর বাধ্য থাকবেন;

১১.৪ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/মনোনীত প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সেশনের নির্ধারিত প্রোগ্রামেই অংশগ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত কোনো কারণে প্রার্থী নির্ধারিত কোর্সে নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে প্রার্থীর মনোনয়ন (স্কলারশিপ) সরাসরি বাতিল বলে বিবেচিত হবে;

১১.৫ গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনে অবশ্যিকভাবে কমিশনের পূর্বানুমতি নিতে হবে;

১১.৬ গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে গেলে বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে কিংবা গবেষক কর্তৃক কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে অধ্যয়নের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তাঁর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এবং অধ্যয়নাধীন তত্ত্বাবধায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রসহ কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

১১.৭ কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক, গবেষণার বিষয়/বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করলে স্কলারশিপ বাতিল করা হবে;

১১.৮ কমিশন কর্তৃক প্রণীত ও কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত গবেষণার অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন ফর্ম স্ব-স্ব তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অনুমোদনসাপেক্ষে গবেষক প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং গবেষণাকৃত বিষয়ের স্পেসিফিক ইস্যুতে একটি পলিসি ব্রিফও তৈরি করে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

১১.৯ নির্ধারিত ফর্মে দাখিলকৃত প্রতি ৬ (ছয়) মাসের অধ্যয়ন/গবেষণা অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে কমিশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রয়োজনে স্কলারশিপ বাতিল করতে পারবে;

১১.১০ অধ্যয়নকালীন গবেষকের অন্য কোনো দেশে বা বাংলাদেশে ভ্রমণ/অবস্থান করার প্রয়োজন হলে তা পূর্বেই তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে কমিশনকে অবহিত করতে হবে;

১১.১১ তথ্য সংগ্রহ বা গবেষণা ও অধ্যয়নজনিত কারণে, দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা ও তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে, গবেষক গ্রহণযোগ্য/যুক্তিসংগত সময় এককালীন বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন। এর বেশি সময় অবস্থান করলে অতিরিক্ত সময়ে তিনি স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। তবে ব্যক্তিগত কারণে গবেষক ১ (এক) মাসের বেশি বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত কারণে ১ (এক) মাসের বেশি বাংলাদেশে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট গবেষক অতিরিক্ত সময়ে স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন;

১১.১২ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত আদেশ/পরিপত্র/ নীতিমালার প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী গবেষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

১১.১৩ গবেষণা/শিক্ষাকার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় বা গবেষণা/শিক্ষাকার্যক্রম শেষ হওয়ার ২ বছরের মধ্যে অন্তত ২ (দুই) টি আর্টিকেল/পাবলিকেশন/প্রবন্ধ Peer Reviewed/SCi/Scopus Indexed/ Q1/Q2 র‍্যাংকড জার্নালে প্রকাশ করে তাঁর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

১১.১৪ এই গবেষণা/ডিগ্রি বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতির কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি/বিষয়ে কিভাবে অবদান রাখবে সে সংক্রান্ত ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক।

১২. বাছাই প্রক্রিয়া : ১২.১ কমিশন কর্তৃক নিম্নরূপ গঠিত 'বাছাই ও সুপারিশ কমিটি' স্কলারশিপের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করবে ও সুপারিশ প্রদান করবে;

১২.১.১ বাছাই কমিটি:

(১)	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য, ইউজিসি	-	আহ্বায়ক
(২-৩)	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে ২ জন উপাচার্য	-	সদস্য
(৪-৫)	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২ জন উপাচার্য	-	সদস্য
(৬)	পরিচালক, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ, ইউজিসি	-	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

(ক) কমিটি এ নীতিমালার আওতায় প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা তৈরি করবে;

১২.১.২ সুপারিশ কমিটি:

(১)	চেয়ারম্যান, ইউজিসি	-	আহ্বায়ক
(২-৬)	পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ, ইউজিসি	-	সদস্য
(৭)	সচিব, ইউজিসি	-	সদস্য

(৮)	পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগ, ইউজিসি	-	সদস্য
(৯)	পরিচালক, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ, ইউজিসি	-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আবেদনপত্রসমূহ বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান করবে;

(খ) যে কোনো আবেদনপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে;

(গ) প্রয়োজনে একটি অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন করতে পারবে।

১৩. স্কলারশিপ বাতিলকরণ : ১৩.১ গবেষক এ নীতিমালার আওতায় বর্ণিত কোনো শর্ত ভঙ্গ বা নিয়ম লঙ্ঘন করলে কিংবা নীতিমালার অধীনে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করলে অথবা অধ্যয়ন/গবেষণায় কোনো অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে কমিশন কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় গবেষকের স্কলারশিপ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;

১৩.২ স্কলারশিপের মেয়াদকালে কিংবা পরবর্তী যে কোনো পর্যায়ে আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোনো বিষয়ে অসম্পূর্ণ/অসত্য তথ্য উদঘাটিত হলে কিংবা অধ্যয়ন/গবেষণায় কোনো ধরণের জালিয়াতির তথ্য প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কলারশিপ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

১৪. যোজন/বিয়োজন/*পরিবর্তন/পরিমার্জন : কমিশন প্রয়োজনে স্কলারশিপ প্রদানের নীতিমালা/শর্তাবলী সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে পারবে। তবে, যে গবেষক যে নীতিমালার আলোকে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর ক্ষেত্রে সে নীতিমালা কার্যকর থাকবে।

১৫. কার্যকারিতা : পূর্ণ কমিশন সভার অনুমোদনের তারিখ হতে এই নীতিমালা কার্যকর হবে।

১৬. অস্পষ্টতা দূরীকরণ : এই নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদের/বাক্যের/শব্দের ব্যাখ্যা বা অর্থ নির্ধারণের প্রয়োজন হলে কমিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
সচিব, ইউজিসি
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সদস্য, ইউজিসি
ও
আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি

কাজী মাসুম পারভেজ
অতিরিক্ত পরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি

মোছাঃ জেসমিন পারভীন
পরিচালক (চলিতি দায়িত্ব), ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগ, ইউজিসি
ও
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি

মোঃ রেজাউল করিম হাওলাদার
পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগ, ইউজিসি
ও
সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিষয় : ১৬-০৩-২০২৫ তারিখ বেলা ২:০০ টায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১৬৯ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১৬৯ তম সভা ১৬-০৩-২০২৫ তারিখ রবিবার বেলা ২:০০ টায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস. এম. এ. ফায়েজ এঁর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ এবং কমিশনের সচিব ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন :

সভায় অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

(১) জনাব সিদ্দিক জোবায়ের, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) ড. কাইয়ুম আরা বেগম, সদস্য (সচিব), আর্থ সামাজিক অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
(৩) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সদস্য, ইউজিসি, ঢাকা।
(৪) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সদস্য, ইউজিসি, ঢাকা।
(৫) প্রফেসর ড. মোঃ সাইদুর রহমান, সদস্য, ইউজিসি, ঢাকা।
(৬) প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিব, সদস্য, ইউজিসি, ঢাকা।
(৭) প্রফেসর ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ, উপাচার্য, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
(৮) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপাচার্য, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর।
(৯) প্রফেসর ড. মোঃ হায়দার আলী, উপাচার্য (ডিন ক্যাটাগরি), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।
(১০) প্রফেসর ডা. মোহা. জাওয়াদুল হক, উপাচার্য (ডিন ক্যাটাগরি), রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
(১১) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, উপাচার্য (ডিন ক্যাটাগরি), জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের পক্ষে ট্রেজারার প্রফেসর ড. সাবিনা শরমীন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া কমিশনের প্রশাসন বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব তাহমিনা রহমান, উপসচিব জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান এবং সহকারী সচিব জনাব নাসরিন সুলতানা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২। সভার শুরুতে মাননীয় চেয়ারম্যান কমিশন সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানান এবং পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কমিশনের সচিব ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম-কে আহ্বান জানান।

৩। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কমিশনের সচিব আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সভার কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আলোচ্যসূচির ধারাবাহিকতায় সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

৩.১। আলোচ্য বিষয় : **গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১৬৮ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।**

আলোচনা : কমিশনের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, কমিশনের ১৬৮ তম সভার কার্যবিবরণী পূর্ণ কমিশনের সম্মানিত সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করে কোনো মতামত/মন্তব্য থাকলে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে আলোচ্য বিষয় ৩.৪ এর সিদ্ধান্ত (খ), আলোচ্য বিষয় ৩.৬ এর সিদ্ধান্ত (১) এবং আলোচ্য বিষয় বিবিধ-৩ এর সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিম্নরূপ মতামত/পরামর্শ পাওয়া যায়।

কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয় ৩.৪ এর সিদ্ধান্ত (খ) এ "প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে প্রশাসন বিভাগে নতুন একটি যুগ্মসচিব (লিগ্যাল) নামে পদ সৃজনপূর্বক ০১ (এক) জন করে উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট এবং অফিস সহায়ক সমন্বয়ে একটি লিগ্যাল উইং বা সেল তৈরি করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়" এর পরিবর্তে "প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে প্রশাসন বিভাগের অধীনে নতুন একটি লিগ্যাল উইং/সেল গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। উক্ত সেলের যুগ্মসচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ/জেলা ও দায়রা জজ), উপসচিব (জেলা ও দায়রা জজ/অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ), সিনিয়র সহকারী সচিব (সিনিয়র সহকারী জজ) এবং সহকারী সচিব (সহকারী জজ) পদে কমিশনের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ৪ (চার) জন উপযুক্ত পদমর্যাদার জুডিসিয়াল কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়" মর্মে লিখিত মতামত/মন্তব্য পাওয়া গেছে।

আলোচ্য বিষয় ৩.৬ এর সিদ্ধান্ত (১) এ "পদোন্নতি/পদোন্নয়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতিরেকে অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার/বঞ্চিত হয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার নিমিত্ত কি বৈষম্যের শিকার/বঞ্চিত হয়েছেন তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং প্রমাণকসহ যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার নিমি একটি নির্দিষ্ট ছকে সকলের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়" এর পরিবর্তে "পদোন্নতি/পদোন্নয়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার/বঞ্চিত হয়েছেন বলে গঠিত কমিটির নিকট বিবেচিত হলে তাদেরকেও গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখ হতে পদোন্নতি বা পদোন্নয়ন প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে" মর্মে লিখিত মতামত/মন্তব্য পাওয়া গেছে।

এছাড়া আলোচ্য বিষয় বিবিধ-৩ এর সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় লাইনে পাঠদান শব্দটির পরে "ও গবেষণা" শব্দটি সংযুক্ত করার বিষয়ে মৌখিকভাবে মতামত/মন্তব্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত লিখিত ও মৌখিক মতামত সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক সভায় উপস্থিত সকল সদস্য কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যায় মর্মে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : কমিশনের ১৬৮ তম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয় ৩.৪ এর সিদ্ধান্ত (খ), আলোচ্য বিষয় ৩.৬ এর সিদ্ধান্ত (১) এবং আলোচ্য বিষয় বিবিধ-৩ এর সিদ্ধান্তের উপর সদস্যগণের নিকট হতে প্রাপ্ত লিখিত ও মৌখিক মতামত কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্তপূর্বক কমিশনের ১৬৮ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

৩.২। আলোচ্য বিষয় : কমিশনের ১৬৮ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

আলোচনা : গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১৬৮ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি লিখিত প্রতিবেদন কমিশনের সচিব সভায় উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত : সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

৩.৩। আলোচ্য বিষয় : কমিশনের নতুন সৃজিত বেশ কিছু পদের Minimum Prescribed Qualification (MPQ) অনুমোদন।

আলোচনা : কমিশনের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, পূর্ণ কমিশনের ১৬৮ তম সভায় ৬৩০টি পদ সংবলিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে দু'টি নতুন বিভাগসহ বেশ কিছু নতুন পদ সৃজন করা হয়। সৃজিত পদসমূহের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণসহ বিদ্যমান Minimum Prescribed Qualification (MPQ) এর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করার নিমিত্ত কমিশনের মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান-এর নেতৃত্বে ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সৃজিত নতুন বিভাগ দু'টির জনবলসহ প্রযোজ্য বিভাগসমূহের একাউন্টস অফিসার, বাজেট অফিসার, সহকারী একাউন্টস অফিসার, সহকারী বাজেট অফিসার, সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), সহকারী নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, রিসেপশনিষ্ট, অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার টাইপিষ্ট, অফিস সহায়ক পদসমূহের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে যা কমিশনের সচিব সভায় পাঠ করে শোনান।

মাননীয় চেয়ারম্যান কমিশনের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদসমূহের Minimum Prescribed Qualification (MPQ) প্রণয়নের জন্য কমিটির সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : সৃজিত অডিট ও ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন বিভাগ দু'টির পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল যথাক্রমে অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগের একাউন্টস অফিসার, বাজেট অফিসার, সহকারী একাউন্টস অফিসার, সহকারী বাজেট অফিসার, প্রশাসন/রিসার্চ গ্রান্টস এন্ড এওয়ার্ড/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট/স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং এবং কোয়ালিটি এসিউরেন্স/ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন বিভাগ এবং জেনারেল সার্ভিসেস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্টোর শাখার সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক, জেনারেল সার্ভিসেস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগের সহকারী নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসন বিভাগের রিসেপশনিষ্ট এবং সকল বিভাগের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার টাইপিষ্ট, অফিস সহায়ক পদসমূহের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুমোদন করা হয়।

। আলোচ্য বিষয় : **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি (UGC Overseas Masters/M.Phil/PhD Scholarship for University Teachers) নীতিমালা ২০২৫ অনুমোদন।**

আলোচনা : কমিশনের সচিব সভায় "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি (UGC Overseas Masters/M.Phil/PhD Scholarship for University Teachers) নীতিমালা ২০২৫" প্রণয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সভাকে অবহিত করেন। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, ২০২৩ সালে "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক পিএইচডি বৃত্তি নীতিমালা" শিরোনামে কমিশনের ১৬৪ তম সভায় অনুমোদিত হয়। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের পূর্বে বেশ কিছু ধারায় ত্রুটি বিচ্যুতি/সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হওয়ায় তা নতুনভাবে প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে নীতিমালাটি পুনরায় প্রণয়ন করা হয়।

অত:পর চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুরোধক্রমে কমিশনের সচিব উক্ত নীতিমালাটি সভায় উপস্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপের জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। সেসাথে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কমিশনের এ ধরনের প্রচেষ্টা আগামীতে যেন অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আলোচ্য নীতিমালার উপর সভায় বিশদ আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নিম্নরূপ সুপারিশ/পরামর্শ অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে নীতিমালাটি অনুমোদনের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ইউজিসি বৈদেশিক মাস্টার্স/এম.ফিল/পিএইচডি বৃত্তি (UGC Overseas Masters/M.Phil/PhD Scholarship for University Teachers) নীতিমালা ২০২৫" এ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষ তা অনুমোদন করা হয়।

(ক) নীতিমালার ক্রমিক ৬ এর ৬.২ এর শর্তটি দরখাস্ত আহ্বানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় ক্রমিক ৬ এর ৬.২ বাদ দেয়া যেতে পারে।

(খ) ডিগ্রি অর্জন শেষে গবেষক কর্তৃক কমিশনে জমাকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভ (Thesis) কমিশন গবেষকের সম্মতিক্রমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(গ) সম্পাদিত গবেষণা কর্মটি অনলাইনে যাতে সহজলভ্য হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে- তবে এ ক্ষেত্রে কমিশন গবেষকের চুক্তির অংশ হিসেবে সংযোজন করতে পারে।

(ঘ) গ্যারান্টর হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত গবেষকের কর্মক্ষেত্রে ০১ (এক) জন উপযুক্ত সহকর্মী (সমমান বা তদূর্ধ পদমর্যাদার) বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঙ) নীতিমালার ক্রমিক ১৩ এর ১৩.২ স্কলারশিপের মেয়াদকালে কিংবা পরবর্তী যে কোনো পর্যায়ে আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোনো বিষয়ে অসম্পূর্ণ/অসত্য তথ্য উদঘাটিত হলে কিংবা অধ্যয়ন/গবেষণায় কোনো ধরণের জালিয়াতির তথ্য প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কলারশিপ বাতিল করা হবে এবং বৃত্তিধারী সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ-১: **১০-০৪-২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত পূর্ণ কমিশনের ১৩০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে তা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

আলোচনা : কমিশন সচিবের অনুরোধক্রমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত বেশ কয়েকজন সম্মানিত উপাচার্য এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হয়:

(ক) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সদস্য, ইউজিসি	আহ্বায়ক
(খ) কমিশনের অন্যান্য সকল পূর্ণকালীন সদস্য	সদস্য
(গ) পূর্ণ কমিশনের উপাচার্য ক্যাটাগরীর সকল খন্ডকালীন সদস্য	সদস্য
(ঘ) পূর্ণ কমিশনের ডীন ক্যাটাগরীর সকল খন্ডকালীন সদস্য	সদস্য
(ঙ) ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(চ) পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগ, ইউজিসি	সদস্য-সচিব

কমিটিকে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে মতামত সংবলিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ-২:	**জিএসটিভুক্ত ২৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম বহাল নিশ্চিতকরণ ও ভবিষ্যত সংস্কার নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**
আলোচনা :	কমিশন সচিবের অনুরোধক্রমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে চালু গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অংশীজনসহ সকল মহলের নিকট বেশ প্রশংসনীয় ও সমাদৃত হয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ লাঘবের নিমিত্ত গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অব্যাহত রাখা সমীচীন। তিনি সভাকে আরো জানান যে, গত শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম হতে ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বের হয়ে আসায় কমিশনকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত উপাচার্যগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। অত:পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত :	আগামী ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে জিএসটিভুক্ত ২৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় গুচ্ছ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং গুচ্ছ পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাবনা তৈরি করে সময়োপযোগী সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হয়:

(ক) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সদস্য, ইউজিসি	আহ্বায়ক
(খ) কমিশনের অন্যান্য সকল পূর্ণকালীন সদস্য	সদস্য
(গ) পূর্ণ কমিশনের উপাচার্য ক্যাটাগরীর সকল খন্ডকালীন সদস্য	সদস্য
(ঘ) পূর্ণ কমিশনের ডীন ক্যাটাগরীর সকল খন্ডকালীন সদস্য	সদস্য
(ঙ) জিএসটিভুক্ত ভর্তি পরীক্ষা কমিটির বর্তমান সভাপতি	সদস্য
(চ) সচিব, ইউজিসি	সদস্য
(ছ) পরিচালক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি	সদস্য-সচিব

কমিটিকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে মতামত সংবলিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ-৩:	**পূর্ণ কমিশনের ১৬৮তম সভায় অনুমোদিত "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন নীতিমালা" এর আংশিক (গ্রেড ২০ থেকে গ্রেড ১১ পর্যন্ত কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য) নীতিমালা কিঞ্চিত সংশোধন ও পরিমার্জন বিষয়ে অবহিতকরণ।**
আলোচনা :	কমিশনের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, পূর্ণ কমিশনের ১৬৮তম সভায় অনুমোদিত "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন নীতিমালা" এর আংশিক (গ্রেড ২০ থেকে গ্রেড ১১ পর্যন্ত কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য) নীতিমালা অনুমোদিত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদানের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বেশ কিছু কর্মচারীর নিকট হতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতনস্কেল এবং গ্রেড সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যায়। উক্ত বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবেদনসমূহ গঠিত কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পরবর্তী পূর্ণ কমিশন সভায় অবহিত করা হবে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। অত:পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত :	প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক নীতিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহ পরবর্তী পূর্ণ কমিশন সভাকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অদ্যকার পূর্ণ কমিশন সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদান করে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করায় চেয়ারম্যান সবাইকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অত:পর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতর এর অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯/০৩/২০২৫	19.3.25
ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম সচিব বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	প্রফেসর ড. এস. এম. এ. ফায়েজ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন